অধিকার, সমতা, ক্ষমতায়ন নারী ও কন্যার উন্নয়ন

৮ মার্চ-আন্তর্জাতিক নারী দিবস। নারীর জন্য সম-মজুরি, কাজের ঘণ্টা কমানো, উন্নত কর্ম-পরিবেশ এবং ভোটাধিকারের দাবির দুর্বার আন্দোলনের পটভূমিকায় জন্ম হয়েছিল আন্তর্জাতিক নারী দিবসের। নারীমুক্তি, নারী-স্বাধীনতা, নারী অধিকারের বিষয়গুলো দেশকাল ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা গ্রহণ করলেও এদের মধ্যে একটি সর্বজনীন সম্পর্ক রয়েছে। প্রতি বছর এ দিবসটি পালনের মধ্য দিয়ে বিশ্বজুড়ে নারী-পুরুষ সমতার কথা এবং নারীদের প্রতি সব রকমের অন্যায়-অত্যাচার-নির্যাতন-অবিচার ও বৈষম্য নিরসনের অঙ্গীকার উচ্চারিত হয় ।

এই বছরে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের বৈশ্বিক প্রতিপাদ্য হলো: **"For ALL women and girls: Rights, Equality, Empowerment"** এবং জাতীয় প্রতিপাদ্য:

অধিকার, সমতা, ক্ষমতায়ন নারী ও কন্যার উন্নয়ন

এই প্রতিপাদ্য বিষয়ের মধ্য দিয়ে সকলের জন্য সমান অধিকার, ক্ষমতা এবং সুযোগ উন্মোচন করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে যাতে কেউ পিছিয়ে না থাকে। এরজন্য পরিবর্তনের স্থায়ী অনুঘটক হিসেবে পরবর্তী প্রজন্ম অর্থাৎ যুবসমাজ বিশেষ করে কিশোরী ও তরুণীদের ক্ষমতায়নের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এ বছর বিশ্বব্যাপী জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। কারণ, বিশ্বব্যাপী নারী ও কন্যাশিশুর অধিকার ও ক্ষমতায়নের জন্য সবচেয়ে প্রগতিশীল এবং ব্যাপকভাবে অনুমোদিত রূপরেখা বেইজিং ঘোষণা ও প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন-এর ৩০তম বার্ষিকী। ১৯৯৫ সালে চীনের বেইজিংয়ে চতুর্থ নারী সম্মেলনে এই ঘোষণা ও প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন গৃহীত হয় যেখানে বাংলাদেশসহ ১৮৯টি দেশ একমত হয়ে সাক্ষর করে। বেইজিং ঘোষণা ও প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন নারী অধিকারের ১২টি বিষয় বা উদ্বেগকে চিহ্নিত করে। যেমন: ১) নারী ও দারিদ্র্য, ২) নারীশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, ৩) নারী ও স্বাস্থ্য ৪) নারীর প্রতি সহিংসতা ৫) নারী ও সশস্ত্র সংঘাত ৬) নারী ও অর্থনীতি ৭) ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী ৮) নারীর অগ্রগতির পদ্ধতি প্রণালী, ৯) নারীর মানবাধিকার ১০) নারী ও গণমাধ্যম ১১) নারী ও পরিবেশ এবং ১২) কন্যাশিশু । প্রতিটি ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতার জন্য উল্লিখিত বিষয়গুলোর সাথে সাথে বর্তমান প্রেক্ষাপটে জলবায়ু ন্যায়বিচার ও ডিজিটাল প্রযুক্তির মতো বিষয়গুলোও বিবেচনায় নিয়ে কৌশলগত পরিবর্তন ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। কিন্তু বাংলাদেশের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দেখা যায় যে, নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা ও জেন্ডার সমতা অর্জনে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন হলেও এখনও জেন্ডার সমতার লক্ষ্য অর্জন হতাশাজনক।

গত কয়েক বছর ধরে গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স-এর বিভিন্ন সূচক যেমন: নারীর রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়ন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় জেন্ডার সমতা, এবং শিশু ও মাতৃ-মৃত্যুর হার হ্রাসে বাংলাদেশের ইতিবাচক অগ্রগতি দেখা গেছে। তবে, গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ প্রতিবেদন ২০২৪ অনুসারে, অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ, শিক্ষার সুযোগ, স্বাস্থ্য সেবাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে দেশে নারী-পুরুষের বৈষম্য আরও প্রকট হয়েছে। এখনো নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ হয় নি। এখনো নারী কাজের অধিকার, চলাচলের অধিকার, সমান কাজে সমান মজুরির অধিকার, অভিভাবকত্বের অধিকার, সম্পত্তির অধিকারসহ নানা অধিকার থেকে বঞ্চিত।

পিছিয়ে পড়া সুবিধাবঞ্চিত মানুষ ও ভৌগোলিক এলাকার কথা বিবেচনায় নিয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নারীর ক্ষমতায়ন একটি অপরিহার্য বিষয় হলেও এখনো নানা ক্ষেত্রে নারীরা অনেক পিছিয়ে আছে। এখনো কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ অনেক কম। মজুরি বৈষম্য, অনুকূল পরিবেশের অভাব, নিরাপত্তাহীনতাসহ নানা প্রতিবন্ধকতা কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ পিছিয়ে দিচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০২২-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে নারী অংশগ্রহণ ৪২.৭ শতাংশ। এরমধ্যে অনানুষ্ঠানিক পেশায়ই রয়েছে ৯২ শতাংশ। অন্যদিকে বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী দেখা যায়, দেশে উদ্যোক্তা নারীর অংশগ্রহণ মাত্র ৭ শতাংশ। নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে নারীর উপস্থিতি এবং কার্যকর অংশগ্রহণ এখনো অনেক কম। করোনা মহামারী ও নানা পরিস্থিতির কারণে কর্মক্ষেত্রে থেকে ছিটকে পড়া নারীকে কাজে ফিরিয়ে নিয়ে আসা এবং নারীর জন্য অর্থনৈতিক কাজের সুযোগ সৃষ্টি করার

উদ্যোগও অনেক কম। ফলে, করোনা পরবর্তী সময় এবং দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ অনেকাংশে কমেছে। খাদ্য উৎপাদন, জলাবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় পরিবেশবান্ধব টেকসই উদ্যোগ গ্রহণ এবং অন্যান্য সেবামূলক কাজে নারীর যে অবদান তা অবৈতনিক এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তার কোনো স্বীকৃতি নেই। অন্যদিকে, সম্পত্তির ক্ষেত্রে নারীর সমানাধিকার না থাকা নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ। সেইসাথে, ক্রমবর্ধমান নির্যাতন ও বৈষম্য জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ।

এই প্রেক্ষিতে নারী ও কন্যাশিশুর অধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে সকল ধরনের সহিংসতা, বৈষম্য এবং শোষণকে চ্যালেঞ্জ করে নারী ও কন্যাশিশুর পূর্ণাঙ্গ মানবাধিকারের জন্য কাজ করা প্রয়োজন। সেইসাথে পুরুষতান্ত্রিক বাঁধাসমূহ দূর করে প্রান্তিক নারী ও কন্যাশিশুর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন যাতে তারা নিজেদের কথাগুলো নিজেরাই বলতে পারে। একইসাথে, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, নেতৃত্ব এবং সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। ন্যায্যতার ভিত্তিতে সমান অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করা একক বা এককালীন কোনো কাজ নয়; বরং নারীর জীবন চক্রের অর্থাৎ শৈশব থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকল পর্যায়ের সব বয়সি নারীর জন্য সমন্বিতভাবে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যাতে তার সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বেগবান হয় এবং সমান অধিকার নিশ্চিত হয়।

নারীর প্রয়োজন ও সীমাবদ্ধতাগুলো চিহ্নিত করে জেন্ডার সমতা অর্জনের জন্য বাজেট যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনিভাবে নীতি, কাঠামো, কর্ম-পরিকল্পনা এবং তার যথাযথ বাস্তবায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া, নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-তে নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগের কথা বলা হয়েছে। সমঅধিকার ও সমসুযোগ নিশ্চিতকরণে নারীর প্রতি সমন্বিত এই উদ্যোগগুলোর দ্রুত ও কার্যকর বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

নারী ও কন্যাশিশুর উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন এবং জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকারের কাছে আমাদের দাবি:

- জেন্ডার সমতা এবং সকল নারী ও কন্যাশিশুর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার জন্য সরকারের গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নের সমন্বয় করা;
- সহিংসতার শিকার নারী ও কন্যাশিশুর জন্য নিরাপদ আশ্রয়, আইনি সহায়তা, পরামর্শ, এবং স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা;
- নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-র ধারা ২৩ অনুযায়ী নারী অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সিদ্ধান্ত পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা, অর্থনৈতিক নীতি (বাণিজ্য, মুদ্রা, করনীতি প্রভৃতি)প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নারী সমানাধিকার নিশ্চিত করা এবং নারীর চাহিদা ও স্বার্থ বিবেচনায় রাখা;
- ধারা ২৫ অনুযায়ী, শিক্ষা, আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ এবং তথ্য প্রযুক্তিতে নারীকে পূর্ণ ও সমান সুযোগ প্রদান করা এবং উপার্জন, উত্তরাধিকার,ঋণ, ভূমি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের ক্ষেত্রে নারী পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদান করা;
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পায়নসহ সকল ক্ষেত্রেই তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা এবং নারীর সমান প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করা;
- নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াকে বেগবান করার জন্য স্থানীয় প্রেক্ষিত বিবেচনা করে সমন্বিত পন্থা ও কৌশল গ্রহণ করা। জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত নীতি, কৌশল এবং পদক্ষেপে জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করা;
- সকল ধরনের চাকুরিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারীর উপস্থিতি নিশ্চিত করা;
- নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিদ্যমান সকল আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা এবং নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আইনসমূহ সংশোধন করা;
- আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে অনলাইন নির্যাতনসহ নারীর প্রতি সকল নির্যাতনের বিরুদ্ধে আরো বেশি কার্যকরী ও বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- গণমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়ায় নারীর নেতিবাচক উপস্থাপন বন্ধে কঠোর ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

নাগরিক সমাজ হিসেবে আমরা কী করতে পারি?

- পরিবারের মেয়ে ও ছেলে উভয় সন্তানের শিক্ষা ও অন্যান্য প্রয়োজনের প্রতি সমান মনোযোগী হওয়া;
- নারীর প্রতি আচরণে শ্রদ্ধাশীল, ন্যায়পরায়ন ও যত্নশীল হওয়া এবং নারীর ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরা এবং যেকোনো নেতিবাচক অপপ্রচার, ঘৃনামূলক বক্তব্য দেওয়া/ প্রচার করা থেকে বিরত থাকা;
- পরিবারের মেয়ে ও ছেলে উভয় সন্তানকে সমান সুযোগ দেয়া;
- ১৮ বছরের আগে মেয়ে সন্তান ও ২১ বছরের আগে ছেলে সন্তানকে বিয়ে না দেওয়া এবং অন্যকেও এ ধরনের অপরাধ থেকে বিরত রাখা;
- নারী ও কন্যাশিশুর অধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে সকল ধরনের সহিংসতা, বৈষম্য এবং শোষণকে চ্যালেঞ্জ করা;

আসুন, নারী ও কন্যার অধিকার নিশ্চিত করি, সমতার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হই।

Young People at High Schools Strengthen Women's Rights and Inclusive Governance in Bangladesh-YUKTA Project

Federal Ministry for Economic Cooperation and Development

DASCOH Strengthening Systems for Development

Manabi Kallyan Parishad-MKP

Partnership Development Justice NETZ বাংলাদেশ

৮ মার্চ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস - ২০২৫

অধিকার, সমতা, ক্ষমতায়ন নারী ও কন্যার উন্নয়ন

৮ মার্চ-আন্তর্জাতিক নারী দিবস। নারীর জন্য সম-মজুরি, কাজের ঘণ্টা কমানো, উন্নত কর্ম-পরিবেশ এবং ভোটাধিকারের দাবির দুর্বার আন্দোলনের পটভূমিকায় জন্ম হয়েছিল আন্তর্জাতিক নারী দিবসের। নারীমুক্তি, নারী-স্বাধীনতা, নারী অধিকারের বিষয়গুলো দেশকাল ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা গ্রহণ করলেও এদের মধ্যে একটি সর্বজনীন সম্পর্ক রয়েছে। প্রতি বছর এ দিবসটি পালনের মধ্য দিয়ে বিশ্বজুড়ে নারী-পুরুষ সমতার কথা এবং নারীদের প্রতি সব রকমের অন্যায়-অত্যাচার-নির্যাতন-অবিচার ও বৈষম্য নিরসনের অঙ্গীকার উচ্চারিত হয় ।

এই বছরে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের বৈশ্বিক প্রতিপাদ্য হলো: **"For ALL women and girls: Rights, Equality, Empowerment"** এবং জাতীয় প্রতিপাদ্য:

অধিকার, সমতা, ক্ষমতায়ন নারী ও কন্যার উন্নয়ন

এই প্রতিপাদ্য বিষয়ের মধ্য দিয়ে সকলের জন্য সমান অধিকার, ক্ষমতা এবং সুযোগ উন্মোচন করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে যাতে কেউ পিছিয়ে না থাকে। এরজন্য পরিবর্তনের স্থায়ী অনুঘটক হিসেবে পরবর্তী প্রজন্ম অর্থাৎ যুবসমাজ বিশেষ করে কিশোরী ও তরুণীদের ক্ষমতায়নের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এ বছর বিশ্বব্যাপী জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। কারণ, বিশ্বব্যাপী নারী ও কন্যাশিশুর অধিকার ও ক্ষমতায়নের জন্য সবচেয়ে প্রগতিশীল এবং ব্যাপকভাবে অনুমোদিত রূপরেখা বেইজিং ঘোষণা ও প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন-এর ৩০তম বার্ষিকী। ১৯৯৫ সালে চীনের বেইজিংয়ে চতুর্থ নারী সম্মেলনে এই ঘোষণা ও প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন গৃহীত হয় যেখানে বাংলাদেশসহ ১৮৯টি দেশ একমত হয়ে সাক্ষর করে। বেইজিং ঘোষণা ও প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন নারী অধিকারের ১২টি বিষয় বা উদ্বেগকে চিহ্নিত করে। যেমন: ১) নারী ও দারিদ্র্য, ২) নারীশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, ৩) নারী ও স্বাস্থ্য ৪) নারীর প্রতি সহিংসতা ৫) নারী ও সশস্ত্র সংঘাত ৬) নারী ও অর্থনীতি ৭) ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী ৮) নারীর অগ্রগতির পদ্ধতি প্রণালী, ৯) নারীর মানবাধিকার ১০) নারী ও গণমাধ্যম ১১) নারী ও পরিবেশ এবং ১২) কন্যাশিশু । প্রতিটি ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতার জন্য উল্লিখিত বিষয়গুলোর সাথে সাথে বর্তমান প্রেক্ষাপটে জলবায়ু ন্যায়বিচার ও ডিজিটাল প্রযুক্তির মতো বিষয়গুলোও বিবেচনায় নিয়ে কৌশলগত পরিবর্তন ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। কিন্তু বাংলাদেশের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দেখা যায় যে, নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা ও জেন্ডার সমতা অর্জনে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন হলেও এখনও জেন্ডার সমতার লক্ষ্য অর্জন হতাশাজনক।

গত কয়েক বছর ধরে গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স-এর বিভিন্ন সূচক যেমন: নারীর রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়ন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় জেন্ডার সমতা, এবং শিশু ও মাতৃ-মৃত্যুর হার হ্রাসে বাংলাদেশের ইতিবাচক অগ্রগতি দেখা গেছে। তবে, গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ প্রতিবেদন ২০২৪ অনুসারে, অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ, শিক্ষার সুযোগ, স্বাস্থ্য সেবাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে দেশে নারী-পুরুষের বৈষম্য আরও প্রকট হয়েছে। এখনো নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ হয় নি। এখনো নারী কাজের অধিকার, চলাচলের অধিকার, সমান কাজে সমান মজুরির অধিকার, অভিভাবকত্বের অধিকার, সম্পত্তির অধিকারসহ নানা অধিকার থেকে বঞ্চিত।

পিছিয়ে পড়া সুবিধাবঞ্চিত মানুষ ও ভৌগোলিক এলাকার কথা বিবেচনায় নিয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নারীর ক্ষমতায়ন একটি অপরিহার্য বিষয় হলেও এখনো নানা ক্ষেত্রে নারীরা অনেক পিছিয়ে আছে। এখনো কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ অনেক কম। মজুরি বৈষম্য, অনুকূল পরিবেশের অভাব, নিরাপত্তাহীনতাসহ নানা প্রতিবন্ধকতা কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ পিছিয়ে দিচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০২২-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে নারী অংশগ্রহণ ৪২.৭ শতাংশ। এরমধ্যে অনানুষ্ঠানিক পেশায়ই রয়েছে ৯২ শতাংশ। অন্যদিকে বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী দেখা যায়, দেশে উদ্যোক্তা নারীর অংশগ্রহণ মাত্র ৭ শতাংশ। নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে নারীর উপস্থিতি এবং কার্যকর অংশগ্রহণ এখনো অনেক কম। করোনা মহামারী ও নানা পরিস্থিতির কারণে কর্মক্ষেত্রে থেকে ছিটকে পড়া নারীকে কাজে ফিরিয়ে নিয়ে আসা এবং নারীর জন্য অর্থনৈতিক কাজের সুযোগ সৃষ্টি করার

উদ্যোগও অনেক কম। ফলে, করোনা পরবর্তী সময় এবং দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ অনেকাংশে কমেছে। খাদ্য উৎপাদন, জলাবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় পরিবেশবান্ধব টেকসই উদ্যোগ গ্রহণ এবং অন্যান্য সেবামূলক কাজে নারীর যে অবদান তা অবৈতনিক এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তার কোনো স্বীকৃতি নেই। অন্যদিকে, সম্পত্তির ক্ষেত্রে নারীর সমানাধিকার না থাকা নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ। সেইসাথে, ক্রমবর্ধমান নির্যাতন ও বৈষম্য জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ।

এই প্রেক্ষিতে নারী ও কন্যাশিশুর অধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে সকল ধরনের সহিংসতা, বৈষম্য এবং শোষণকে চ্যালেঞ্জ করে নারী ও কন্যাশিশুর পূর্ণাঙ্গ মানবাধিকারের জন্য কাজ করা প্রয়োজন। সেইসাথে পুরুষতান্ত্রিক বাঁধাসমূহ দূর করে প্রান্তিক নারী ও কন্যাশিশুর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন যাতে তারা নিজেদের কথাগুলো নিজেরাই বলতে পারে। একইসাথে, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, নেতৃত্ব এবং সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। ন্যায্যতার ভিত্তিতে সমান অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করা একক বা এককালীন কোনো কাজ নয়; বরং নারীর জীবন চক্রের অর্থাৎ শৈশব থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকল পর্যায়ের সব বয়সি নারীর জন্য সমন্বিতভাবে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যাতে তার সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বেগবান হয় এবং সমান অধিকার নিশ্চিত হয়।

নারীর প্রয়োজন ও সীমাবদ্ধতাগুলো চিহ্নিত করে জেন্ডার সমতা অর্জনের জন্য বাজেট যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনিভাবে নীতি, কাঠামো, কর্ম-পরিকল্পনা এবং তার যথাযথ বাস্তবায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া, নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-তে নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগের কথা বলা হয়েছে। সমঅধিকার ও সমসুযোগ নিশ্চিতকরণে নারীর প্রতি সমন্বিত এই উদ্যোগগুলোর দ্রুত ও কার্যকর বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

নারী ও কন্যাশিশুর উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন এবং জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকারের কাছে আমাদের দাবি:

- জেন্ডার সমতা এবং সকল নারী ও কন্যাশিশুর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার জন্য সরকারের গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নের সমন্বয় করা;
- সহিংসতার শিকার নারী ও কন্যাশিশুর জন্য নিরাপদ আশ্রয়, আইনি সহায়তা, পরামর্শ, এবং স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা;
- নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-র ধারা ২৩ অনুযায়ী নারী অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সিদ্ধান্ত পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা, অর্থনৈতিক নীতি (বাণিজ্য, মুদ্রা, করনীতি প্রভৃতি)প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নারী সমানাধিকার নিশ্চিত করা এবং নারীর চাহিদা ও স্বার্থ বিবেচনায় রাখা;
- ধারা ২৫ অনুযায়ী, শিক্ষা, আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ এবং তথ্য প্রযুক্তিতে নারীকে পূর্ণ ও সমান সুযোগ প্রদান করা এবং উপার্জন, উত্তরাধিকার,ঋণ, ভূমি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের ক্ষেত্রে নারী পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদান করা;
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পায়নসহ সকল ক্ষেত্রেই তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা এবং নারীর সমান প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করা;
- নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াকে বেগবান করার জন্য স্থানীয় প্রেক্ষিত বিবেচনা করে সমন্বিত পন্থা ও কৌশল গ্রহণ করা। জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত নীতি, কৌশল এবং পদক্ষেপে জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করা;
- সকল ধরনের চাকুরিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারীর উপস্থিতি নিশ্চিত করা;
- নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিদ্যমান সকল আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা এবং নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আইনসমূহ সংশোধন করা;
- আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে অনলাইন নির্যাতনসহ নারীর প্রতি সকল নির্যাতনের বিরুদ্ধে আরো বেশি কার্যকরী ও বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- গণমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়ায় নারীর নেতিবাচক উপস্থাপন বন্ধে কঠোর ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

নাগরিক সমাজ হিসেবে আমরা কী করতে পারি?

- পরিবারের মেয়ে ও ছেলে উভয় সন্তানের শিক্ষা ও অন্যান্য প্রয়োজনের প্রতি সমান মনোযোগী হওয়া;
- নারীর প্রতি আচরণে শ্রদ্ধাশীল, ন্যায়পরায়ন ও যত্নশীল হওয়া এবং নারীর ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরা এবং যেকোনো নেতিবাচক অপপ্রচার, ঘৃনামূলক বক্তব্য দেওয়া/ প্রচার করা থেকে বিরত থাকা;
- পরিবারের মেয়ে ও ছেলে উভয় সন্তানকে সমান সুযোগ দেয়া;
- ১৮ বছরের আগে মেয়ে সন্তান ও ২১ বছরের আগে ছেলে সন্তানকে বিয়ে না দেওয়া এবং অন্যকেও এ ধরনের অপরাধ থেকে বিরত রাখা;
- নারী ও কন্যাশিশুর অধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে সকল ধরনের সহিংসতা, বৈষম্য এবং শোষণকে চ্যালেঞ্জ করা;

আসুন, নারী ও কন্যার অধিকার নিশ্চিত করি, সমতার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হই।

Strengthening the Humen Rights and Social Participation of Marginalised Groups in Bangladesh with specific focus on Women and Girls (Short: HOPE) Project

Federal Ministry for Economic Cooperation and Development

Manab Kallyan Parishad-MKP

POLLISREE

RESEARCH INITIATIVES BANGLADESH

Partnership Development Justice NETZ বাংলাদেশ